

উপস্থিত ঃ-

মোঃ হাসান জামান , সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশ নং- ১৬
তারিখ-০৫/০৪/২২

অদ্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবন ও পর্যালোচনা করলাম। বাদী/ দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত গত ২২/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তফসিল বর্ণিত বিরোধী চলাচলের রাস্তায় ১-৬ নং বিবাদীগণ যাতে বাদীর শান্তিপূর্ণ চলাচল ও ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তজ্জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া অত্যাবশ্যিক বলে আমি মনে করি। প্রথমত অত্র মোকদমায় দরখাস্তকারী পক্ষের Prima facie কেস আছে কি না , দ্বিতীয়ত তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বাদীর অনুকূলে আছে কি না এবং তৃতীয়ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীর অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না ?

দরখাস্তকারীপক্ষের মূল বক্তব্য এই, বাদী অত্র মামলার তফসিল বর্ণিত নালিশী আর এস ১০১১ নং খতিয়ানের ৯১৬ দাগ এবং তৎ সামিল বি এস ৬৪৭ নং খতিয়ানের ৪৭৯ দাগের ১.৮৭ শতক ভূমি সহ অপরাপর দাগের ভূমি নিয়ে সর্বমোট ১১.১৭ শতক সম্পত্তি খরিদসূত্রে বায়ার আমল হতে চলাচলের সুখাধিকার অর্জন করিয়া ভোগদখলে আছেন। বাদীর খরিদা দলিলে উক্ত সুখাধিকার এর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। বাদী আরো দাবি করেন বিরোধী ১(খ) তফসিলের চলাচলের পথ দিয়ে অবিরোধী ১(ক) তফসিলের ভূমিতে প্রবেশ করিয়া সেখানে থাকা গুদাম গৃহ পরিচর্যা করে আসিতেছেন। তাছাড়া বাদী ১(ক) তফসিলের ভূমি খরিদ করার সময়ে মূল বিবাদীগণ উক্ত রাস্তা বাদীর বায়াগণের পূর্ববর্তীগণ ও ব্যবহার করে আসতেছেন মর্মে বাদীকে অবহিত করেন। এছাড়াও উক্ত পথ দিয়ে অন্যান্য পরিবার এর লোকজন ও চলাচল করে আসতেছেন। এখন বিবাদীগণ তাদের পৈত্রিক ভূমিতে বাড়িঘর নির্মানকালে বাদীর উক্ত চলাচলের পথে জোর পূর্বক অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। উক্ত প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক ১-৩ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দাবি করেন যে, নালিশী আর এস ১০১১ নং খতিয়ানে ৯১৬ দাগের ১০ শতক সহ ২২ শতক এর মূল মালিক ছিলেন রাম কুমার দেব গং। পরবর্তীতে আর এস রেকর্ডী নতুন চন্দ্রের মৃত্যুতে তাহার কন্যা ১ নং মুন্সেফ, পটিয়া আদালতে বিভাগের মামলা

দায়ের করলে সোলেসুত্রে প্রাথমিক ও ছুড়ান্ত ডিক্রী হয়। উক্ত সোলেনামা মূলে পরবর্তীতে আপোষ বন্টন মতে আর এস ৯১৬ দাগের সামিল বি এস ৪৭৯ দাগেরে উত্তরাংশে ১ নং বিবাদীর পিতামহ দীন বন্ধু অর্ধেকাংশে এবং দক্ষিণাংশে বাদীর বায়ার বায়া বিপিনচন্দ্র অর্ধেকাংশে ভোগ দখল করতেন। বিপিন চন্দ্র তার ভোগদখলী জমি থেকে ৪৭৯ দাগের দক্ষিণাংশে ০৩ শতক সম্পত্তি ২৬/০৪/১৯৭৯ তারিখে সাধন চন্দ্র মজুমদারের নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত কবলায় কবলা দাতার চলাচল ঘাটা বিধখাম মৌজার ৮০৭/৮০৮ দাগের উপর দিয়ে চলাচল করিবে মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তীতে সাধন চন্দ্র মুজমদারের ওয়ারীশগণ ৮৮০ নং কবলা মূলে বাদীর নিকট বি এস ৪৭৯ দাগের দক্ষিণাংশে ১.৮৭ শতক ভূমি সহ ১১.১৭ শতক ভূমি বিক্রয় করেন। উক্ত কবলায় ইজমেন্ট সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, “গ্রহীতা অত্র কবলামূলে ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে দাতাগনের যেই চলাচলের স্বত্ব স্বার্থ অধিকার ও দখল রয়েছে তাহার অনুবলে বাদীকে তা অর্পন করা হলো।” যেহেতু বাদীর বায়ার চলাচলের রাস্তা ঘাটা বিদখাম মৌজার আর এস ৮০৭ ও ৮০৮ দাগের উপর স্থিত ছিল সুতরাং বাদীর বায়া বাদীকে উক্ত দাগাদির উপর চলাচলের অধিকার হস্তান্তর করিয়াছেন এবং বাদীও সেই ঘাটা দিয়ে চলাচল করিয়া আসিতেছেন। ইতিপূর্বে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মিছ ৬৬০/১৮ নং মামলায় বোয়ালখালী সহকারী কমিশনার ভূমি প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদনে বাদীগণ পুরাতন চলাচলের রাস্তা ব্যবহার না করে বিবাদীদের ঘরের উপর দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরী করতে প্রচেষ্টায় আছেন মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী/বাদী আর এস ১০১১ নং খতিয়ানভুক্ত ৯১৬ নং দাগ ও তৎ সামিল বি এস ৪৭৯ দাগের আন্দরে ১.৮৭ শতক ভূমি সহ বেনালিশী দাগে ১১.১৭ শতক ভূমি খরিদ করেন। দরখাস্তকারীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ৮৮০ নং কবলা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী ৪৭৯ দাগে যে ১.৮৭ শতক ভূমি ক্রয় করেছেন তার প্রকৃতি বাড়ি মর্মে দলিলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ নালিশী তফসিলে বাদী/দরখাস্তকারী ৪৭৯ দাগের আন্দরে ১৮০ ফুট যে চলাচলের রাস্তা বিরোধীয় সম্পত্তি দাবি করেছেন তা বাদীর খরিদা অংশস্থিত নয়। দরখাস্তকারীপক্ষ উক্ত চলাচলের পথ রাইট অব ইজমেন্ট (সুখাধিকার) সূত্রে দাবি করেছেন। দরখাস্তকারীপক্ষের দাবি হলো তিনি তাহার ক্রয়কৃত ১১.১৭ শতক ভূমি নালিশী চলাচলের রাস্তায় সুখাধিকার সহ ক্রয় করেছেন। অপর দিকে বিবাদী-প্রতিপক্ষের দাবি হলো বাদী যে চলাচলের রাস্তায় সুখাধিকার দাবি করছেন মূলত আর এস ৮০৭ ও ৮০৮ দাগে উক্ত চলাচলের রাস্তা অবস্থিত এবং বর্তমানেও বাদীপক্ষ সেখান দিয়ে চলাচল করে। বাদীর বায়া ও পূর্ববর্তীরা উক্ত দাগস্থিত রাস্তা দিয়ে চলাচল করতেন। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ২৬/০৪/১৯৭৯ তারিখের ২৬৪৯ নং কবলা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আর এস ৮০৭/৮০৮ দাগের উপর দিয়ে চলাচলের জায়গা স্বীকারপূর্বক বাদীর বায়াগনের পিতা সাধন চন্দ্র মজুমদার নালিশী ৯১৬ দাগ সহ বেনালিশী ৯১৭ ও ৯১৮ দাগের আন্দরে ০৩ শতক ভূমি ক্রয় করেছিলেন। সুতরাং সাধন চন্দ্র ও পরবর্তী ওয়ারীশগণ চলাচলের যে

রাস্তা ব্যবহার করতেন তা ৮০৭ ও ৮০৮ দাগে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদী তার খরিদা দলিলে রাইট অব ইজমেন্ট বিষয়ে আলাদা একটি দফা সংযোজন করিলেও কোন কোন দাগের উপর দিয়ে উক্ত সুখাধিকার ভোগ করিবেন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। বাদীপক্ষ অন্যান্য পরিবারের লোকজন ও উক্ত জায়গা সুখাধিকার স্বত্বে চলাচলের রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করে দাবি করলেও তাতেও মধ্যে কেউই এ মামলায় বাদী শ্রেণীভুক্ত হননি। বাদীপক্ষ স্বীকার করেছেন যে, বিরোধী ১(খ) তফসিলের জায়গা ব্যবহার করে তার বিরোধী ১(ক) তফসিলী ভূমিতে অবস্থিত মাটির গুদামগৃহ পরিচর্যার কাজ করেন। প্রতীয়মান হয় যে, কথিত গুদাম গৃহে যাবার জন্য কথিত জায়গা তিনি পথ হিসাবে ব্যবহার করলেও উহা তাহার চলাচলের জন্য একমাত্র পথ নয়। বোয়ালখালি এসি ল্যান্ড প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত মন্তব্য “বাদীপক্ষ পুরাতন রাস্তা ব্যবহার না করে বিবাদীর ঘরের উপর দিয়ে চলাচলের রাস্তার তৈরী----” এরূপ ইঙ্গিত প্রদান করে যে, উক্ত পথ বাদীপক্ষের একমাত্র ও মূল চলাচলের পথ নয়। স্বীকৃতমতে কথিত জায়গা খরিদের পূর্বে তর্কিত জায়গা দিয়ে চলাচলের জন্য বিবাদীদের কাছ থেকে তিনি সম্মতি গ্রহন করেছিলেন। বাদীর এরূপ আচরণ হতে নালিশী জায়গা সর্বসাধারণের পথ হিসাবে ব্যবহারিত হবার বিষয়ে নেতিবাচক অনুমান আসে। তাছাড়া নালিশী চলাচলের পথে বাদী/দরখাস্তকারী প্রকৃতপক্ষে রাইট অব ইজমেন্ট এর অধিকারী কিনা উহা ছড়ান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে নিরূপিত হবার অবকাশ আছে। নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত সূত্রে উক্ত বিষয়ে কোনরূপ ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসার সুযোগ নেই। সার্বিক বিবেচনায় যেহেতু বাদীর খরিদা দলিলে সুখাধিকার উপভোগের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট দাগ উল্লেখে নির্দিষ্ট নয় এবং বাদীর বায়াগনের পূর্ববর্তী সাধন চন্দ্র মজুমদার এর খরিদা দলিলে অন্য দাগে (৮০৭ ও ৮০৮) চলাচলের রাস্তা বিষয়ে উল্লেখ আছে তৎকারণে বাদীপক্ষের আপাত Prima facie কেস নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারী পক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ২২/০১/২০২০ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-
তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম